‘এই জন্ম দাগ মুছি কেমন করে’ - একটি প্রতিক্রিয়া

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

জন মার্টিন বরাবরই ভাল লিখেন। তার লেখায় সব সময় বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার সাবলীল প্রকাশ ঘটে। তার নিজের কথায় “আমার দেশ, ভাষা, সংস্কৃতির সাথে আমার দায়বদ্ধতা আমার বড় সম্পদ। তাই যখন যেভাবে পারি আমি আমার সন্তানের কানে কানে আমার দেশ, দেশের মানুষ আর সংস্কৃতির মন্ত্র বলে যাই।” এই প্রবাসে আমার মতো যারা অতি সাধারণ পাঠক, জন মার্টিনের লেখা তাদেরকে নতুন করে জননী জন্মভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়। খানিকটা বিষাদিত অথচ মধুর এক nostalgia বা স্বদেশের জন্য মনপোড়ানি আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে। হঠাৎ করেই আমরা যেন ‘শুনি তাকডুম তাকডুম বাজে বাংলাদেশের ঢোল’ আর আপ্লুত হই এক গভীর ভালোবাসায়।

তবে জনের অতি সাম্প্রতিক রচনা **‘এই জন্ম দাগ মুছি কেমন করে’** সম্পূর্ন ভিন্ন মাত্রার। এ লেখাটি স্নেহময়ী মায়ের সাথে ’কানেকশান’ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এক ভীত প্রবাসী সন্তানের করুণ আর্তি এবং হাহাকার। এ লেখা জীবন ও জীবিকার কারণে মাকে ছেড়ে বহুদুরে চলে আসা অথচ প্রতি নিয়ত মায়ের উষ্ণ এবং কোমল ভালোবাসার স্মৃতি বুকে নিয়ে বেঁচে থাকা এক সন্তানের এমনি এক নির্বাচ্য প্রশ্ন যা আমার মতো আরো অনেক প্রবাসীরই হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। বাংলা-সিডনী ডট কমে প্রকাশিত এই রচনাটি সম্বন্ধে প্রবাসী বাংলাদেশী শিরিন, মুনীর, রঞ্জিত, আদিল, হাসান মাহমুদ, কবি মাহমুদা রুনু এবং সালেউদ্দিনের মন্তব্য থেকে আমার এই কথার সত্যতা মিলবে। কবি মাইকেল মধুসূদন দরিদ্র বাংলামায়ের শ্যামল ছায়া পেছনে ফেলে ইয়োরোপ প্রবাসী হয়েছিলেন কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করার জন্য। কিন্তু তার স্বপ্নভঙ্গ হতে সময় লাগেনি; দ্বীতিয় স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ইয়োরোপীয় স্বপ্ননগরী তিলোত্তমা প্যারিসে বসে জীবনযুদ্ধে পরাজিত মাইকেল জন্মভূমিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেনঃ

‘রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে,
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো নাগো তব মন কোকনদে।‘

বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি আমাদের ক’জনের প্রার্থনা এর চেয়ে ভিন্ন? কিন্তু স্বাধীনতার সাইত্রিশ বছর পরে হঠাৎ এই নতুন বিল কেন? আমার মনে হয় জন মার্টিন ঠিকই অনুমান করেছেন - এর কারণটা অবশ্যই রাজনীতির সাথে জড়িত। কিছুদিন আগেই বেশ জোরেসোরেই শোনা যাচ্ছিল প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেবার কথা চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে; অথচ কদিন পরেই হঠাৎ করে দেখছি উলটো-পুরাণের আবির্ভাব! সত্যি, আলেকজান্ডার ঠিকই বলেছিলেন ‘বিচিত্র এ দেশ, সেলুকাস‘। আমার কাছে ব্যাপারটা বেশ মজার বলে মনে হচ্ছে - একদিকে প্রবাসীদের বলা হচ্ছে ‘আপনারা দেশে বিনিয়োগ করুন, মনে রাখবেন আপনারা এদেশেরই সন্তান।’ অন্য দিকে বলা হচ্ছে ‘পাঁচ বছর দেশের বাইরে থাকলে আপনাদের নাগরিকত্ব বাতিল হবে।’ সহজ কথায়, ‘আমরা আপনাদের পাঠানো ডলার চাই কিন্তু আপনারা দেশে ফেরৎ আসুন সেটা চাই না; কারণ আপনারা আমাদের কথায় সায় দেন না। আপনারা আমাদের ভুল ধরেন।’ আমি রাজনীতি করিনা, কারণ ব্যাপারটা আমি খুব ভাল বুঝি না। তবে এটা বুঝি যে এই বিলটির মূলে যা আছে সেটা অত্যন্ত ভ্রান্ত রাজনীতি।

প্রবাসীরা দেশের বাইরে থাকে, কিন্তু দেশের কল্যাণে কাজ করে। নিজের কষ্টোপার্জিত ডলার, পাউন্ড, রিয়াল, দিনার দেশে পাঠিয়ে তারা দেশের আয় বাড়ায়, কিন্তু সে আয়ে ভাগ বসায় না। সততা, নিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তারা দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনে, কিন্তু বিনা দোষে দেশে ঘটমান কূকীর্তির ভাগীদার হয়েও তারা দেশকে নিরলস ভাল বেসে যায়। তাদের দোষ কি এইটুকুই যে তারা দেশকে নিস্বার্থভাবে ভালবাসে? যারা এই আইনটি করতে যাচ্ছেন তারা কি জানেন একজন প্রবাসীর কি প্রার্থনা? সে নিয়ত বলেঃ

‘সুখে দুঃখে লাঞ্ছনায় বন্ধুর জীবনে’
তোমার অমৃত দৃষ্টি স্নেহের সিঞ্চনে
বিকশিত করো বারংবার;
হে জননী, তব শুভ্র কমল চরণে
লহো দীন সন্তানের দীন নমস্কার!’